بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের অল্টনস্থ হাদীকাতুল মাহদীতে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১২ই আগস্ট, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়া জামাত, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা শুরু হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্। নিয়মানুযায়ী বিকেলে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসায় অংশগ্রহণকারীদের নিকট যে প্রত্যাশা রেখেছেন আল্লাহ্ তা'লা করুন এই জলসায় আগমনকারীরা যেন তা পুরোপুরি পালন করতে পারে এবং তারা যেন সেই দোয়ার ভাগীদার হতে পারে যা তিনি (আ.) তাদের জন্য করে গেছেন। প্রত্যেক আহমদী একথা জানে এবং জানা উচিত আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বিশেষভাবে এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, এই জলসায় অংশগ্রহণ করা কোন জাগতিক মেলায় অংশগ্রহণ করার মত নয়। অতএব এ দিনগুলোতে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী যেন কেবল ধর্মীয় জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। বরং তিনি (আ.) সেসব লোকের প্রতি চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন যারা এই চিন্তাধারা নিয়ে জলসায় অংশগ্রহণ করে না। জলসার প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠানসূচী এই চিন্তাধারা নিয়েই তৈরি করা হয়ে থাকে আর বক্তাদের বক্তৃতা এবং তাদের বিষয়বস্তুর প্রতি এ মনোভাব নিয়েই একটি কমিটি দৃষ্টি দিয়ে থাকে যেন সর্বপ্রথম ধর্মীয় জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে এগুলো সহায়ক হয়। এরপর বিষয়বস্তুর একটি বিশদ তালিকা প্রণয়ন করে যুগ খলীফার নিকট অনুমতির জন্য প্রেরণ করা হয়। অতঃপর তন্মধ্যে কিছু বিষয় প্রস্তাব করা হয় যা কিনা বক্তারা এখানে উপস্থাপন করে থাকেন যেন অংশগ্রহণকারীরা ধর্মীয় জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সর্বোত্তম উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে।

সুতরাং জলসায় আগমনকারী সকলের জলসা গাহ্-তে নীরবে বসে জলসার অনুষ্ঠানসূচী মনোযোগের সাথে শ্রবণ করা উচিত। অনেক সময় পুরুষদের পক্ষ থেকে, আর সাধারণত মহিলাদের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ এসে থাকে যে, জলসা গাহ্-তে বসে জলসার অনুষ্ঠান শোনার পরিবর্তে বাহিরে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মানুষ খোশগল্পে মশগুল থাকে। আর খেলাধূলার সামগ্রি দিয়ে জলসার তাবুর পাশেই শিশুদের খেলাধূলার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। এতে করে শিশুদের মাঝেও এই অনুভূতি সৃষ্টি হয় না যে, ধর্মীয় সমাবেশের পবিত্রতা কী। সন্তান যদি এতই ছোট থাকে যে, তার খেলাধূলা করার বয়স এবং তাকে ব্যস্ত রাখার জন্য তার হাতে কিছু দেয়া আবশ্যক তাহলে তাদেরকে বাচ্চাদের বা শিশুদের জন্য নির্ধারিত তাবুতে নিয়ে যান যেখানে তাদের খেলাধূলার সামগ্রিও রয়েছে। কিন্তু যেটা মূল তাবু তা পুরুষদের হোক বা মহিলাদের, সেখানে শিশুদেরকে খেলাধূলায় ব্যস্ত রেখে মা-বাবার তাদের পাশে বসে ছোট ছোট দল বানিয়ে গল্প করা কোনভাবেই সঙ্গত নয়। যখন কর্মীদের

পক্ষ থেকে বারণ করা হয় তখন অনেকে একে খারাপ মনে করে এবং বলে, আমাদেরকে কেন নিষেধ করা হলো, অথচ ভুল কর্মীর নয় বরং সেই অতিথিরই। আমি যেমনটি বলেছি, একটি কমিটি বক্তৃতার বিষয়বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ করে এবং বিভিন্ন বিষয়বস্তু প্রস্তাব করে আমার কাছে পাঠায় যার মধ্য থেকে সাত আটটি বিষয় আমি নির্ধারণ করে থাকি। তারপর সেগুলো বক্তাদের নিকট পাঠানো হয়। এরপর বক্তারা সেগুলো নিয়ে অনেক সময় ব্যয় করে প্রস্তুতি নেন বরং অনেকে এমনও আছেন যারা এক মাসের বেশি সময় ব্যয় করে নিজ বক্তৃতা তৈরি করেন আর অনেক পরিশ্রম করে এই সংক্ষিপ্ত সময়ে একটি বিষয়ের মূল কথাগুলো উপস্থাপনের চেষ্টা করেন।

অতএব এই বিষয়টি প্রত্যেকের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত, বক্তা এবং আলেমগণ এত সময় ব্যয় করে পরিশ্রমের মাধ্যমে যেসব বিষয় প্রস্তুত করেন তা যেন মনোযোগ দিয়ে শোনা হয় এবং মনেও রাখা হয়। আমি মনে করি কোন পুরুষ বা মহিলা এসব বক্তৃতার অর্ধেকও যদি মনে রাখে তবে নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক মানকে তারা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, প্রত্যেকের মনোযোগের সাথে বক্তৃতামালা শ্রবণ করা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, পূর্ণ মনোযোগ এবং অভিনিবেশ সহকারে শোন কেননা এটি ঈমানের বিষয়। এই ক্ষেত্রে আলস্য প্রদর্শন এবং উদাসীনতা মন্দ পরিণতি সৃষ্টি করে। যারা ঈমানের ক্ষেত্রে আলস্য প্রদর্শন করে এবং যখন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় তখন তা মনোযোগের সাথে শুনে না, তা যত উচ্চাঙ্গের এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী বক্তৃতাই হোক না কেন, সেটি তাদের কোন উপকারে আসে না। তিনি (আ.) আরো বলেন, এদের সম্পর্কেই বলা হয়, তাদের কান আছে কিন্তু তারা শোনে না, তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তারা বোঝে না বা অনুধাবন করে না। অতএব স্মরণ রেখো, যা কিছুই বর্ণনা করা হয় তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর কেননা, মনোযোগের সাথে না শুনলে যত দীর্ঘ সময়ই পুণ্যবান মানুষের সাহচর্যে থাক না কেন তাতে কোন উপকার সাধন হতে পারে না।

পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের তাবুতে একটি অংশ এমন রয়েছে যারা পেছনের দিকে বসে থাকে। তাদের সম্পর্কে কর্মীদের পক্ষ থেকে প্রতিবারই একটি অভিযোগ এসে থাকে, এই অভিযোগ যদি সত্য হয় তবে তাদের উচিত হবে এ বছর যেন কর্মীরা সেই সুযোগ না পায়। জলসার কার্যক্রম খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং এই নিয়তে শুনুন যে, আমরা কেবল ক্ষণিকের জন্য কোন নতুন জ্ঞান লাভ করছি না বরং স্থায়ী জ্ঞান অর্জন এবং আধ্যাত্মিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য শোনা উচিত। এছাড়া এমন কিছু মানুষ রয়েছেন যারা নিজেদের পছন্দনীয় বক্তা নির্বাচন করে থাকেন আর কেবল তাদের বক্তৃতা শোনার জন্যই জলসাগাহে আসেন, তাদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি আমার জামাত এবং স্বয়ং নিজের জন্যও এটিই চাই এবং পছন্দ করি যে, কেবল বাহ্যিকভাবে বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতামালাই যেন পছন্দ না করা হয় এবং সমস্ত উদ্দেশ্য যেন এটি না থাকে যে, বক্তা কতইনা মন্ত্রমুগ্ধ বক্তৃতা করছেন আর তার ভাষা কতইনা উচ্চাঙ্গের। তিনি (আ.) বলেন, আমি প্রকৃতগতভাবেই এ ধরণের কথা অপছন্দ করি বরং আমার স্বভাব এবং বৈশিষ্ট্যের দাবি হলো,

যে কাজই করা হোক তা যেন আল্লাহ্ তা'লার জন্য হয়, যে কথাই হোক তা যেন আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে বলা হয় কেননা; এর অনুপস্থিতি মুসলমানদের অধঃপতন ও পরাজয়ের অন্যতম কারণ, নতুবা এত কনফারেন্স এবং সমাবেশ ও বৈঠক হয় আর সেখানে নামকরা বক্তারা তাদের বক্তৃতা করে, কবিরা জাতির দুর্দশা নিয়ে কবিতা পাঠ করে, তাহলে কেন এবং কি কারণে এসবের কোন প্রভাব পড়ে না? বরং জাতি দিনে দিনে অধঃপাতে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আসল কথা হলো, এসব সমাবেশে আগমনকারী ব্যক্তিরা ইখলাস বা নিষ্ঠার সাথে এতে অংশগ্রহণ করে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জাগতিক মানুষের চিত্র এভাবেই অঙ্কন করেছেন যারা ধর্মীয় বিষয়ে বক্তৃতা করলেও জাগতিক খ্যাতি এবং সুনাম অর্জনই তাদের মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। বরং তিনি (আ.) এক জায়গায় একথাও বলেছেন, এরূপ বক্তাদের অধিকাংশই এই আকাঙ্খা পোষণ করে না যে, আমাদের বক্তৃতা শুনে মানুষের হৃদয়ে প্রভাব পড়বে, তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে এবং তা তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বরং বক্তৃতার সময় তাদের চিন্তা কেবল এটিই থাকে যে, মানুষ যেন তাদের প্রশংসা করে। অর্থাৎ এরূপ বক্তারা যেন বক্তৃতার সময় শ্রোতাদেরকে নিজেদের মা'বূদ বানিয়ে নেয় আর অংশগ্রহণকারীদের অবস্থাও তদ্রূপই হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, তারাও নিষ্ঠার সাথে তাতে অংশগ্রহণ করে না এবং কথাও শোনে না। যদি তারা নিষ্ঠার সাথে আসতো তবে তাদের ওপর একটি ভিন্ন ধরণের ইতিবাচক প্রভাব পড়তো। যাহোক আমাদের জলসায় বক্তাদের উদ্দেশ্যও এটি নয় আর শ্রোতাদের উদ্দেশ্যও এমন নয়। বিষয়ের গভীরতা অনুধাবন করে নিজের সংশোধন এবং উন্নতি সাধনের পরিবর্তে কেবল ক্ষণিকের জন্য আবেগ বৃদ্ধি করাও উচিত নয়। আমাদের মাঝে যদি কেউ এমন থেকে থাকে তাহলে তার নিজের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার সৌভাগ্য দান করেছেন। আমরা কেবল তখনই এই অনুগ্রহের প্রতিদান দিতে পারব এবং সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারব যখন প্রতিটি কাজ নিষ্ঠার সাথে করব এবং একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে করব। সুতরাং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন এসব ছোট ছোট বিষয়ের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা কেবল এজন্য যে, দু'এক জনের দুর্বলতা যেন সবার চিন্তা-ধারায় রূপ না নেয়। গুটিকতক মানুষকে দেখে নতুন প্রজন্ম যেন এটি মনে না করে যে, জলসায় বসে কথা বলা এবং মনোযোগ না দেয়া বৈধ। এসব উদ্ধৃতি উপস্থাপনের কারণ হল স্মরণ করানো এবং কোন দুর্বলতা থাকলে তা যেন সাথে সাথে দূর হয়ে যায়। যেমনটি আমি বলেছি, যাতে করে আমাদের নবাগতরা, আমাদের শিশুরা এবং আমাদের যুবকরা একথাগুলো নিজেদের দৃষ্টিতে রাখে যে, জলসার গুরুত্ব কতটুকু। এই জলসা যদি আমাদের জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব না ফেলে এবং মানবীয় দুর্বলতার দরুণ আমরা কতিপয় বক্তৃতা এবং বক্তাদের নিকট থেকে সম্পূর্ণ লাভবান হতে না পারি তবে তা চিন্তার কারণ। পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লা বক্তাদের কথায়ও বরকত দিন যেন তারা শ্রোতাদের মন-মস্তিষ্কে বিষয়বস্তু এমনভাবে প্রবেশ করাতে পারেন

যে, এগুলো আল্লাহ্ তা'লা এবং রসূলের কথা এবং প্রেম ও বিশ্বস্ততা সংক্রান্ত কথা, আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কথা, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার কথা, মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং তার প্রতি অনুগত হওয়ার কথা, এগুলো যেন মানুষের মন-মস্তিষ্কে ভালভাবে প্রবেশ করে এবং ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

অতএব জলসায় আগমনকারী প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের হৃদয়ে এ কথা দৃঢ় করে নেয় যে, তাকে তিন দিনের জন্য জাগতিক বিষয়াদি ভুলে যেতে হবে এবং তা ভুলে গিয়ে নিজের ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক মানকে বৃদ্ধি করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন।

এখানে আমি জলসায় অংশগ্রহণকারী সবার দৃষ্টি এদিকেও আকর্ষণ করতে চাই যে, অতিথিদের সেবার জন্য যেসব কর্মি নির্বাচন করা হয়েছে পুরুষদের মাঝেও এবং মহিলাদের মাঝেও, বরং এটি বলা উচিত যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের সেবা করার জন্য যারা এই দিনগুলোতে নিজেদেরকে উপস্থাপন করেছেন, যাদের মাঝে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীও রয়েছে এবং এমন লোকের সংখ্যাও অনেক যারা ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাকরী-বাকরী করে। এছাড়া কতক লোক এমনও রয়েছেন যারা বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত আছেন, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করার যে স্পৃহা তা এক স্কুল ছাত্র, এক শ্রমিক, এক ব্যবসায়ী, এক উচ্চ পদস্থ কর্মচারী মোটকথা সবাইকে এক কাতারে বা লাইনে নিয়ে এসেছে। তাই যেসব অতিথি কর্মীদের সাথে অসদাচরণ করে থাকে তাদের নিজ আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা উচিত এবং কর্মীদের সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। যদিও কর্মীদেরকে এই নসীহত করা হয় যে, আপনারা সর্বাবস্থায় ধৈর্য এবং উৎসাহের সাথে কাজ করবেন কিন্তু মানবীয় দুর্বলতার বশবর্তী হয়ে কোন কোন কর্মকর্তা কঠোর জবাবও দিয়ে থাকেন। অতএব অতিথিদেরও উচিত কর্মীদের প্রতি সম্মান এবং মর্যাদা প্রদর্শন করা এবং এমন কোন আচরণ না করা যাতে বিবাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। এরপর যেসব শিশু এবং যুবকরা সেবার প্রেরণা নিয়ে এখানে কাজ করতে আসে তারা যখন অতিথিদের খারাপ আচরণ দেখে তখন তাদের মাঝে এক প্রকার কুধারণার সৃষ্টি হয়। অ-আহমদী অতিথিরা যদি তাদের কোন অসুবিধার কথা বলে যা সাধারণত কেউ প্রকাশ করে না, তবে তা অবশ্যই আমলে নিতে হবে এবং আমাদের পূর্ণ চেষ্টা করা উচিত যেন তাদের কষ্টের পরিবর্তে আরাম এবং সুযোগ সুবিধা প্রদান করা যায়। কিন্তু যারা আহমদী তারা যদিও এক হিসেবে অতিথি তবুও কেবল অতিথি সেজে থাকা তাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। তারা তো জলসার মাধ্যমে কল্যাণমন্ডিত হতে আসে এবং যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, এই মন-মানসিকতা নিয়েই তাদের আসা উচিত যে, থাকার জায়গায় অথবা খাবারের সময় যদি কোন সমস্যা হয়, অনেকেই এখানে থাকেও না, তাদের আসা-যাওয়াতে, পার্কিংয়ের সময় যদি কোন সমস্যা হয় তবে তা উদারতার সাথে সহ্য করা উচিত। গত জুমুআতেও আমি এ কথা বলেছি যে, এখানে সব আয়োজনই ক্ষণস্থায়ী বা সাময়িক। এখানে কিছুদিনের জন্য পূর্ণ একটি শহর গড়ে তোলা হয় এবং কিছুদিনের মধ্যে তা গুটিয়েও ফেলতে হয় আর কর্মীরা সবাই মিলে এই

কাজটি করে থাকেন। তাই যেখানে সবকিছুর ব্যবস্থাই সাময়িকভাবে করা হয় সেখানে কিছু না কিছু কষ্ট তো হবেই। যতই চেষ্টা করা হোক না কেন তারপরও আয়োজনের ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি থেকেই যায় যা কেবল কোন স্থায়ী জায়গাতেই হওয়া সম্ভব। আমাকে জানানো হয়েছে, গত বছর জলসায় অংশগ্রহণকারী একজন মহিলা বলেছেন, তাবুতে শিতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকা উচিত কেননা আবহাওয়া অনেক গরম থাকে। এটি আমার জানা আছে আর আয়োজকরাও একথা জানে যে, এর ব্যবস্থা হওয়া উচিত কিন্তু এখানে এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থা করা খুবই কঠিন কাজ। যদি পরিস্থিতি তেমন হয় তবে দরজা খুলে দেয়া যেতে পারে, যাতে বাতাস আসে। এটি একটি সাধারণ ব্যাপার। এছাড়া ফ্যানের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। যাহোক এটি একটি সাধারণ বিষয়। কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে অনেক সময় ফ্যানের ব্যবস্থা করাও কঠিন হয়ে যায়। এছাড়া খরচের ব্যাপারটিও দৃষ্টিতে রাখতে হয়। রাবওয়াতে যখন জলসা হতো অথবা কাদিয়ানে যখন জলসা হয় তখন শীতকালে খোলা মাঠে তা হয়ে থাকে। কখনো কখনো বৃষ্টিতে ভিজেও মানুষ বসে বসে জলসা শুনে থাকে এবং শীতও সহ্য করে। তাই জলসায় অংশগ্রহণকারীদের যদি এরকম ছোটখাট কোন কষ্ট সহ্য করতে হয় বা গরম সহ্য করতে হয় তবে তা করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার এ ধরণের লোক যারা বিভিন্ন জিনিসের চাহিদা ব্যক্ত করে তাদের সম্বন্ধে বলেন যে, দেখ! কোন অতিথি যদি এজন্য এখানে আসে যে, এখানে সে আরাম পাবে, ঠান্ডা শরবত খেতে পারবে অথবা সুস্বাদু খাবার দেয়া হবে, তবে সে নিতান্তই বাহ্যিক জিনিসের জন্য এসে থাকে। যদিও অতিথি সেবকদেরও এটি দায়িত্ব যে, যতদূর সম্ভব আতিথেয়তায় যেন কোন ঘাটতি না থাকে এবং অতিথিদের জন্য যেন যথাসম্ভব আরামের ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু অতিথিদের এমন ধারণা নিয়ে আসা তাদের জন্যই ক্ষতির কারণ। অতিথিদের উচিত সুযোগ সুবিধা যেমনই থাকুক না কেন আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা এবং প্রত্যেক বিভাগের কর্মীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যারা দিনরাত এক করে আতিথেয়তার চেষ্টা করছে। আর জলসার এই তিনদিনে অতিথিদেরও এই চেষ্টায় রত থাকা উচিত যে, তারা কীভাবে খোদার সন্তুষ্টির উপকরণ কুড়াব। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যাচনা ও কৃপা কামনা করে, প্রত্যেক মন্দ কাজ থেকে আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমে প্রতিটি দিন অতিবাহিত করা উচিত। মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি কোন স্থানে অবস্থান করতঃ অথবা সাময়িক অবস্থানরত অবস্থায় এই দোয়া করে যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার পূর্ণাঙ্গীন আদেশের আশ্রয়ে আসছি এবং সকল মন্দ বিষয় থেকে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় চাইছি, এমন লোকের সেই আবাসস্থল ছেড়ে যাওয়া অথবা যদি অস্থায়ী আবাস হয়ে থাকে তাহলে সেখান থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত কোন জিনিসই ক্ষতি সাধন করবে না।

তাই এ দিনগুলোতে বিশেষভাবে দোয়া করতে থাকা উচিত। পৃথিবীতে বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে এটি অনুমান করা খুব দুষ্কর যে, কখন কোন দুষ্কৃতকারী কোন অনিষ্ট করে বসে। অনেক যালেম ষড়যন্ত্রকারী নিজেদের ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে তা

থেকে রক্ষা করুন। এছাড়া রোগ-ব্যাধি এবং অন্যান্য কষ্টও রয়েছে। অনেকে শিশুদেরকে সাথে নিয়ে এসেছে আর তাদের অধিকাংশ এক প্রকার বিশেষ আবেগ ও উচ্ছাস নিয়ে এসেছে। কিন্তু এই শিশুদের জন্য মৌসুম বা আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে অনেক কষ্ট হয়। আর এ দিনগুলোতে যারা আগমন করছে তারা বাচ্চা-কাচ্চা থাকা সত্ত্বেও কোন ভ্রুক্ষেপ করে না, অথচ বাচ্চারা খুবই কোমল প্রকৃতির হয়ে থাকে, তারা যে কোন ধরণের কষ্টের সম্মুখীন হতে পারে। তাই দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন সব ধরণের কষ্ট এবং অনিষ্ট থেকে আমাদের রক্ষা করেন। অতএব সব ধরণের কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আমাদের দোয়া করতে হবে। আর সবার একথাও জানা আছে যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য ইবাদতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করাও আবশ্যক, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর ওপর আমল করাও আবশ্যক।

অতএব, এই দিনগুলোতে এ দৃষ্টিকোণ থেকেও নিজেদের জীবনকে ঢেলে সাজান। আর শুধু এই দিনগুলোতেই নয় বরং এই যে অভ্যাস সৃষ্টি হবে একে জীবনের স্থায়ী অংশ বানিয়ে নিন। আমি যারা শিশুদের নিয়ে এসেছেন তাদের কথা বলছিলাম। আমি জানতে পেরেছি রাতে অনেকেই এসেছেন আর আয়োজকদের কাছে বিছানা-পত্র ও তোষক ইত্যাদির ঘাটতি ছিল এ কারণে অনেক ছোট শিশুরও বেশ কষ্ট হয়েছে। অনেকেই বাচ্চাদেরকে নিজেদের সাথে নিয়ে আসা কম্বল ইত্যাদি দিয়ে মুড়িয়ে রেখেছেন। আবেগ উদ্দীপনার কারণে মানুষ নিজেদের ছোট ছোট শিশুকেও সাথে নিয়ে আসেন, ৯/১০ মাসের বাচ্চা অথবা ১/২ বছরের শিশুরাও সাথে এসেছে আর তাদের থাকার ব্যবস্থা ঐ ট্যান্ট বা মার্কির মধ্যেই করা হয়। তাদেরকে যদি বলা হয় যে, এখানে যথাযথ ব্যবস্থা নেই, প্রচন্ড শীত, তাই অন্য কোথাও চলে যান তখন তারা একথাই বলে যে, না, আমরা তা সহ্য করতে পারবো, আর আমাদের শিশুরাও সহ্য করতে পারবে। আমরা এখানেই রাত্রি যাপন করব যেন জলসার পরিবেশ থেকে ষোলআনা কল্যাণমন্ডিত হতে পারি। তাই এমন লোক যারা আরাম আয়েশের কথা বলে থাকে তাদের বিপরীতে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অধিকাংশ আহমদী এমনও আছে যারা বলে যে, আমরা জলসা শোনার জন্যই এসেছি, এমন ছোট-খাট কষ্ট কোন বিষয়ই নয়, যদি সহ্য করতে হয় আমরা অবশ্যই সহ্য করব। তারা খুবই দৃঢ় মনোবলের অধিকারী আর সন্তানদেরও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী বানাতে চায়। বস্তুত এরা এমন অতিথি যারা রহমত সাথে নিয়ে আসে আর এমন অতিথিদের কারণেই আল্লাহ্ তা'লা অতিথি সেবকদের কাজও সহজ করে দেন। যেমনটি আমি বলেছি, রাতে অনেকের কষ্ট হয়েছে, আমি আশা করি গত রাতে যে কষ্ট হয়েছে আর তোষক এবং বিছানাপত্রের যে ঘাটতি ছিল অথবা অতিথিরা অন্যান্য যেসব কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন, আজ রাতে আয়োজকরা সেগুলোর সামাধান করবে। আর অতিথিরা গতকাল যে কষ্ট পেয়েছেন আশা করি আজ ইনশাআল্লাহ্ তা'লা সেই কষ্ট আর তাদের হবে না। জলসায় অংশগ্রহণকারীরা এ বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি রাখবেন যে, নামাযের সময়গুলোতে সঠিক সময়ে এসে বসবেন যাতে শেষ সময়ে আসার কারণে হট্টগোল না হয় আর খাবারের কারণে যদি বিলম্ব হয় তাহলে খাবার খাওয়ানোর দায়িত্বে যারা নিয়োজিত তারা

যেন জলসা গাহ্-র ব্যবস্থাপনা অথবা যাদের ওপর নামাযের দায়িত্ব রয়েছে তাদেরকে অবহিত করে দেয় যে, এখনও অতিথিদের খাবার খাওয়া শেষ হয়নি, নামাযের জন্য ১০/১৫ মিনিটি অপেক্ষা করা হোক, আর আমাকেও বিষয়টি অবগত করুন। আর তাদের জন্য যেন অপেক্ষা করা হয়। আমার চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ব্যস্ততার কারণে কয়েক মিনিট দেরী হয়ে যায়, আবার অনেক সময় এর চেয়ে বেশিও হয় যখন বাহিরে থেকে অ-আহমদী অতিথিরা সাক্ষাতের জন্য আসেন কিন্তু এ সত্ত্বেও আমি দেখি যে, আমার আসার পরেও এবং নামায শুরু হয়ে যাওয়ার পরেও একটি বড় সংখ্যায় মানুষ ভেতরে আসতে থাকে। অতএব অতিথিদেরও এবং তরবীয়ত বিভাগের লোকদেরও এ দিকে দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক কেননা; তাদের বিলম্বে আসার কারণে আর কাঠের মেঝে হওয়ার কারণে শব্দ হতে থাকে। এই শব্দ যতটুকু দূর করা সম্ভব তা করা হচ্ছে কিন্তু তারপরও শব্দ হচ্ছে। তাই যদি প্রথমেই আসেন আর দোয়া এবং যিকরে ইলাহীতে রত থাকেন তাহলে এর তো একটি সওয়াব রয়েছেই আর আল্লাহ্ তা'লা তো প্রত্যেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজেরও পুরস্কার দিয়ে থাকেন। এছাড়া মসজিদে অপেক্ষারত থাকারও একটি পুণ্য রয়েছে, তাই এই পুণ্যকে নষ্ট করা উচিত নয় আর অযথা বাইরে ঘোরা-ফেরার পরিবর্তে এবং এখানে সেখানে কথা বার্তায় মগ্ন হওয়ার পরিবর্তে এটাই হলো এই তিন দিনের সঠিক ব্যবহার। আর আমি যখন চলে আসি এবং নামায শুরু হয়ে যায় আর এরপরে যদি অন্যদের আসা শুরু হয় তাহলে আমি যেমনটি বলেছি, ঐ সময় কাঠের মেঝের শব্দের কারণে মুসল্লীদের নামাযে ব্যাঘাত ঘটে। একইভাবে নামাযের সময় ও জলসার সময় নিজেদের ফোন বন্ধ রাখুন অথবা রিংটোন বন্ধ রাখুন। যদি কেউ মনে করেন যে, আমার কোন গুরুত্বপূর্ণ ফোন আসতে পারে তাহলে অন্ততপক্ষে রিংটোন বন্ধ করে নিন। এ বছর আয়োজকরা এখানে মোবাইলের ভালো ব্যবস্থা করেছে আর তাদের দাবি হলো, এখানেও সেভাবেই সিগনাল পাওয়া যাবে যেভাবে শহরে পাওয়া যায়। তাই তাদের একথা শুনে অনেকেই হয়তো তাদের সিম লাগিয়েছেন। আর এ কারণে এমনটি যেন না হয় যে, এখানে বিশেষ সুবিধার জন্য যে আয়োজন সহজলভ্য করা হয়েছে তার ফলে জলসার সময়ে সব ফোনের রিংটোন বাজতে থাকবে আর নামাযের সময়ে অন্যদের ব্যাঘাত ঘটবে, ফলে আরেকটি নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে।

একইভাবে জলসায় অংশগ্রহণকারী যারা নিজেদের গাড়ীতে করে এসেছেন তাদের এদিকেও খেয়াল রাখা উচিত যে, তারা যেন ট্রান্সপোর্ট বিভাগের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে যাতে ব্যবস্থাপনার কোন ধরণের কষ্ট না হয়। এ বছর আয়োজকরা চেষ্টা করেছে পার্কিংয়ের জন্য যে ব্যবস্থা রয়েছে সেটাকে আরো উন্নত করার। কিন্তু ব্যবস্থাপনা তখনই উত্তম হতে পারে যখন লোকেরা তাতে সহযোগিতা করে। অতএব যে কোন ব্যবস্থাপনার সর্বোত্তম হওয়ার জন্য জলসায় আগমণকারীদের সহযোগিতা আবশ্যক। স্ক্যানিং বিভাগকে পূর্ণ সহযোগিতা করুন। এসব ব্যবস্থাপনা জলসায় অংশগ্রহণকারীদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তার জন্যই করা হয়ে থাকে। জামাতে আহমদীয়ার অনিন্দ্য সুন্দর বৈশিষ্ট্যই হল, প্রত্যেক আহমদী ব্যবস্থাপনার অংশ, তা সে কর্মী হোক অথবা এক সাধারণ

মানুষ যে জলসায় অংশগ্রহণের জন্য এসেছে। অতএব, বিশেষভাবে পার্কিং ও স্ক্যানিং-এর জায়গা এবং জলসাগাহে সব সময় সবার সতর্ক এবং চৌকস থাকা আবশ্যক ও চারপাশে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যেখানেই কোন অস্বাভাবিক জিনিস দেখবেন অথবা কোন অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড দেখবেন তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থাপনাকে সে সম্পর্কে অবহিত করুন আর নিজেও সতর্ক হয়ে যান। কিন্তু কোন অবস্থাতেই উদ্বিগ্ন বা ভীত হওয়া উচিত নয়। যারা নিজেদের প্রাইভেট তাবুতে অথবা সমষ্টিগত আবাসস্থলের মার্কীতে রয়েছেন তারা এই বিষয়টিও খেয়াল রাখবেন যে, নিজেদের মূল্যবান জিনিস-পত্র ও টাকা পয়সা ইত্যাদি নিজেদের সাথে রাখুন। বিশেষভাবে মহিলারা স্মরণ রাখবেন, নিজেদের অলংকার ইত্যাদি যা রয়েছে তা পরিধান করে থাকুন। প্রথমত জলসাতে অলংকার ইত্যাদি নিয়ে আসাই উচিত নয়। এখানে ধর্মীয় পরিবেশে দিন অতিবাহিত করার জন্য এসেছেন, কোন জাগতিক অনুষ্ঠানের জন্য আসেন নি। তাই যারা এসব নিয়ে এসেছেন তাদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত আর যারা প্রতিদিন আসবেন তারাও এই বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখবেন। নিজেদের জামা কাপড় ও অলংকারাদীর পরিবর্তে নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত।

জলসার এই দিনগুলোতে কোন কোন বিভাগ তাদের বিভাগের পক্ষ থেকে প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করেছে। যেমন ইতিহাস এবং আর্কাইভ বিভাগ রয়েছে, তারা নিজেদের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে। অনুরূপভাবে রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন পুরনো কপি ও হযরত ঈসা (আ.)-এর কাফনের বরাতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে, যেভাবে গত বছরও তারা করেছিল, এ বছর হয়তো তাদের ব্যবস্থা আগের চেয়েও ভালো হবে। এই উভয় প্রদর্শনী নিজ নিজ গণ্ডিতে বড় তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ। পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য সময় নির্ধারিত রয়েছে, এটি থেকেও লাভবান হওয়ার চেষ্টা করুন। আমি পুনরায় বলছি, এই দিনগুলোতে দোয়ার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিন। নামায এবং নফল ছাড়াও যিকরে ইলাহী এবং দরুদ শরীফ পাঠ করা এবং অন্যান্য দোয়ায় রত থেকে সময় অতিবাহিত করুন।

আল্লাহ্ তা'লা এই জলসাকে সবদিক থেকে আশিসমণ্ডিত করুন, আমাদের সবার দোয়া গ্রহণ করুন এবং সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে আমাদেরকে সুরক্ষিত রাখুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।